রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৫, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ৩ নভেম্বর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৩৯৪-আইন/২০২৬।—চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৮ নং আইন) এর ধারা ৫৮, ধারা ১৮(১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিয়োগ) বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) বন্দরের বহিঃনোঙর, বার্থ ও টার্মিনালে আগত সকল সমুদ্রগামী জাহাজের আমদানি-রপ্তানি কার্গো ও কন্টেইনারের পণ্য গ্রহণ, বোঝাই, সংরক্ষণ, খালাস ও সরবরাহের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়া; এবং

(খ) বন্দরে বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিল এবং কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের নিমিত্ত বহিঃনোঙর, বার্থ ও টার্মিনালে অপারেটর নিয়োগ, ইত্যাদি।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "**আইন**" অর্থ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৮ নং আইন);

মূল্য : টাকা ২৪.০০

(খ) "**আন-স্টাফিং বা স্ট্রিপিং বা ডিভ্যানিং**" অর্থ কন্টেইনার হইতে উহার অভ্যন্তরস্থ মালামাল অপসারণ;

(গ) **"আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর"** অর্থ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যাহা বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্র বন্দরে কন্টেইনার ও কার্গো টার্মিনাল পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে এবং যাহা একাধিক দেশে বিস্তৃত নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জাহাজে মালামাল লোডিং-আনলোডিং, স্টোরেজ ও লজিস্টিকস সেবা প্রদান করিয়া থাকে;

(ঘ) **"ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো" (আইসিডি) বা অফডক (Off-Dock)** অর্থ—

(অ) আমদানির ক্ষেত্রে: দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কাস্টমস বন্ডেড কন্টেইনার ডিপো যেস্থানে কোনো বন্দর হইতে আমদানি পণ্য কাস্টমস কর্তৃক রেকর্ডকৃত সীলড কন্টেইনারে পরিবহন করিয়া সংরক্ষণ করা যায়, আনস্টাফিং করা যায়, আনস্টাফিংকৃত মালামাল সংরক্ষণ করা যায় এবং যেস্থান হইতে কাস্টমস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম শেষে আমদানিকৃত কন্টেইনার ও মালামাল (আনস্টাফিং করিয়া বা না করিয়া) আমদানিকারকের নিজস্ব চত্বরে বহনের জন্য খালাস করা যায়;

(আ) রপ্তানির ক্ষেত্রে: এইরূপ কোনো ডিপো যেস্থানে রপ্তানিকারকের নিকট হইতে রপ্তানিযোগ্য পণ্য গ্রহণপূর্বক কন্টেইনার ভর্তি (Stuffing) করা হয় অথবা রপ্তানিকারকের চত্বরে রপ্তানিযোগ্য পণ্য দ্বারা ইতোমধ্যে ভর্তি (Stuffed) করা কন্টেইনার ডিপোতে গ্রহণ করা হয়, অতঃপর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শুল্ক ও কর পরিশোধ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া কন্টেইনারটি সিলগালা করা হয় অথবা বিদ্যমান সিলের অখণ্ডতা যাচাইপূর্বক রপ্তানির উদ্দেশ্যে বন্দরে প্রেরণ করা হয়;

(ই) আমদানি/রপ্তানিসহ খালি কন্টেইনার সংরক্ষণ, আন্তঃদেশীয় ট্রানজিট, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণ, মালামাল স্টাফিং ও আনস্টাফিং করা যায়;

(ঙ) "**কর্তৃপক্ষ**" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;

(চ) "**কন্টেইনার**" অর্থ বহুমাধ্যমভিত্তিক (মাল্টিমোডাল) পরিবহনের এইরূপ একটি স্থায়ী কাঠামো, যাহার একটি বৈধ নিরাপত্তা অনুমোদন প্লেট (CSC প্লেট) রহিয়াছে এবং যাহা আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (IMO) দ্বারা নির্ধারিত বৈশ্বিক সামুদ্রিক পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাসহ সকল মানদণ্ড পূরণ করে এবং বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহনের জন্য নিরাপদ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ইহা আনুষ্ঠানিকভাবে ট্র্যাক বা নজরদারিযোগ্য;

(ছ) **"কন্টেইনার ইয়ার্ড** (CY)" অর্থ এইরূপ স্থাপনা যেস্থানে আমদানি-রপ্তানি পণ্যবাহী কন্টেইনার যথাক্রমে জাহাজ ও রপ্তানিকারক হইতে গ্রহণ করিয়া পরবর্তী পরিবহন মাধ্যমে বোঝাই করিবার নিমিত্ত সংরক্ষণ করা হয়;

(জ) "**কন্টেইনার টার্মিনাল (Container Terminal)**" অর্থ একাধিক ওয়ার্ফ, ডক বা বার্থ ও ব্যাক-আপ সুবিধাদিসহ এইরূপ একটি সমুদ্র বা নদীভিত্তিক সমন্বিত স্থাপনা যেস্থানে জাহাজ হইতে আমদানি কন্টেইনার ও কন্টেইনারজাত কার্গো খালাস করিয়া তাহা সংরক্ষণ, পরবর্তী পরিবহন মাধ্যমে বোঝাইকরণ এবং বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে আনীত রপ্তানি কন্টেইনার ও কন্টেইনারজাত কার্গো গ্রহণপূর্বক তাহা জাহাজে বোঝাইয়ের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

ব্যাখ্যা।—টার্মিনাল একাধিক বার্থ লইয়া গঠিত হইতে পারে এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের উপযুক্ত যান্ত্রিক উপকরণ, কার্গো ও কন্টেইনার স্টোয়েজের জন্য নির্ধারিত স্থান, ইত্যাদি এবং যাহা সমন্বিত পরিচালনার জন্য সাধারণত ট্রাক, রেলপথ ও নৌপরিবহনের মাধ্যমে উপযুক্ত সংযোগ সম্পন্ন এবং যেস্থানে কন্টেইনার গ্রহণ, নামানো, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হয়;

(ঝ) "**ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং (সি অ্যান্ড এফ) এজেন্ট**" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর অধীন কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং (সি অ্যান্ড এফ) এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৬ (বা প্রযোজ্য অনুরূপ কোনো নূতন বিধিমালা) এর বিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্সধারী ও কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান যাহারা কার্গোর রপ্তানিকারক বা আমদানিকারকের এজেন্ট হিসাবে কাস্টমস এবং বন্দরের কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকে;

(ঞ) "**চেয়ারম্যান**" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(ট) **"জেটি (Jetty)"** অর্থ নদী বা সমুদ্র পার্শ্বে নির্মিত এইরূপ স্থাপনা যেখানে জাহাজ নোঙর ও মুরিং (Mooring) করা যায় এবং যাহা কার্গো বা কন্টেইনার বোঝাই বা খালাসের জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ঠ) **"টার্মিনাল অপারেটর"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যিনি কর্তৃপক্ষের টার্মিনালে বার্থকৃত জাহাজের জন্য জাহাজে, তীরে ও ব্যাক-আপ এলাকায় কন্টেইনার বা কার্গো বা উভয়ের আমদানি-রপ্তানি ও ট্রান্সশিপমেন্ট হ্যান্ডলিংয়ের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সরঞ্জাম চালক, শ্রমিক, কর্মচারী, গিয়ার ও প্রযুক্তি সরবরাহ করেন এবং নিরাপদ ও যানজটমুক্ত টার্মিনাল নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে টার্মিনালের অভ্যন্তরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কার্গো বা কন্টেইনারের চলাচল দক্ষতার সহিত ব্যবস্থাপনা ও তদারকি করেন;

(ড) **"ট্রান্সশিপমেন্ট"** অর্থ সাধারণভাবে বন্দরে সমুদ্রগামী এক জাহাজের মাধ্যমে আগত পণ্য অন্য সমুদ্রগামী জাহাজের পরবর্তী গন্তব্যে পরিবহন করিবার নিমিত্ত কার্গো বা কন্টেইনার স্থানান্তর অথবা খালাস;

(ঢ) **"ট্যারিফ"** অর্থ আইনের ধারা ২২ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্দর ব্যবহারকারীগণের নিকট হইতে আদায়যোগ্য ভাড়া, টোল, রেইট, ফি বা মাশুল অথবা সরকার কর্তৃক সময় সময় অন্যরূপ আরোপিত ট্যারিফ;

(ণ) **"ডেলিভারি অর্ডার"** অর্থ জাহাজের এজেন্ট কর্তৃক কোনো সংশ্লিষ্ট বিল অব লেডিংয়ে ঘোষিত পণ্যের বিপরীতে ই-মেইল বা টার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল বা অনুমতি পত্র যাহার দ্বারা উক্ত পণ্যের আমদানিকারক স্বয়ং বা তাহার অনুমোদিত এজেন্টের নিকট আমদানি পণ্য সরবরাহের অনুমোদন প্রদান করা হয়;

(ত) **"পাইলট"** অর্থ কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত এইরূপ ব্যক্তি যিনি তৎকালে বন্দরে বা বন্দর হইতে বা বন্দরের অভ্যন্তরে জাহাজ পরিচালনার জন্য অনুমোদিত;

(থ) **"বন্দর"** অর্থ চট্টগ্রাম বন্দর, যাহাতে "চট্টগ্রাম বন্দরের সীমা" এবং আইনের ধারা ৩ এর অধীন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত অনুরূপ অন্যান্য এলাকা অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা দ্বারা Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908) এ সংজ্ঞায়িত অর্থও বুঝাইবে;

(দ) "**বার্থ অপারেটর (Berth Operator)**" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি কর্তৃপক্ষের জেটিতে বার্থকৃত জাহাজের অন-বোর্ড ও জেটিতে কার্গো বা কন্টেইনার বা উভয় হ্যান্ডলিংয়ের জন্য শ্রমিক, কর্মচারী, গিয়ার ও সরঞ্জাম সরবরাহ করেন, পণ্যের লোডিং আনলোডিং, ডেলিভারি, কন্টেইনার স্টাফিং ও আন-স্টাফিং কার্যক্রম, ইত্যাদি সম্পাদন করেন;

(ধ) "**বোর্ড**" অর্থ আইনের ধারা ৭ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের বোর্ড;

(ন) **"ব্যক্তি"** অর্থ যেকোনো ব্যক্তি এবং কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) **"লাইসেন্স"** অর্থ বার্থ অপারেটর, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর বা টার্মিনাল অপারেটরের অনুকূলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন বা মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স;

(ফ) **"লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বোর্ড;

(ব) **"মুরিং (Mooring)"** অর্থ এইরূপ স্থান যেখানে জাহাজ মুর (moor) করিবার জন্য নোঙর, চেইন ও বয়া স্থাপন করা হইয়াছে এবং যাহা কার্গো বা কন্টেইনার অবতরণ, লোডিং বা শিপিংয়ের জন্য অনুমোদিত;

(ভ) **"শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে জাহাজের মাস্টার, মালিক, চার্টারার বা এজেন্টের পক্ষে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জেটি ব্যতীত বহিঃনোঙর বা অন্য জেটিতে বা মুরিংয়ে জাহাজ বোঝাই বা খালাসের জন্য জাহাজে শ্রমিক, কর্মচারী ও গিয়ার সরবরাহ করেন;

(ম) **"শিপিং এজেন্ট"** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি যিনি কাস্টমস কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্সধারী এবং জাহাজের এজেন্ট বা মালিক বা চার্টারার হিসাবে অথবা কার্গো গ্রহীতাদের পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তালিকাভুক্ত;

(য) **"স্টাফিং (Stuffing)"** অর্থ কন্টেইনারে কার্গো বোঝাইকরণ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত কিন্তু উপ-বিধি (১) এর অধীন সংজ্ঞায়িত হয় নাই এইরূপ কোনো অভিব্যক্তি বা পরিভাষা এই বিধিমালায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আইন, বলবৎ প্রাসঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধি বা নীতিমালা বা প্রবিধানমালায় প্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **বিধিমালার প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ কর্তৃপক্ষের অন্য কোনো বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা, অফিস আদেশ, সিদ্ধান্ত বা বোর্ড রেজুলেশনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালার বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের লাইসেন্স।**—(১) কর্তৃপক্ষ, ইহার আওতাধীন সকল বার্থ বা জেটি, টার্মিনাল এবং বন্দর সীমানাভুক্ত বহিঃনোঙরে আমদানি-রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের নিমিত্ত অপারেটর নিয়োজিতকরণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের নূতন লাইসেন্স ইস্যু এবং লাইসেন্স নবায়ন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদানের জন্য সময় সময় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া আবেদন আহ্বান করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবরে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বার্থ, জেটি, টার্মিনাল, ইয়ার্ড, বহিঃনোঙরে অথবা মুরিং এ জাহাজে পণ্য বোঝাই ও খালাস, ইয়ার্ডে পণ্য সংরক্ষণ, পণ্য ডেলিভারি এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দরপত্র দলিলে উল্লিখিত চাহিদা ও শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ ও নিয়োজিত করিবেন মর্মে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে একটি অঙ্গীকারনামা;

(খ) জাহাজ মালিক, শিপিং কোম্পানি, চার্টারার, সরকারি সংস্থা বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা কাস্টমস্ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিপিং এজেন্ট আবেদনকারীর সহিত ব্যবসা পরিচালনার চুক্তি করিতে সম্মত রহিয়াছেন মর্মে প্রমাণক;

(গ) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে এবং তৎস্বপক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্র বা কোম্পানি বা ফার্মের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধন সনদের অনুলিপি;

(ঘ) হালনাগাদ আয়কর পরিশোধ সনদ এবং ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি;

(ঙ) নির্ধারিত আবেদন ফি জমা প্রদানের রসিদ বা প্রমাণক;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দলিলাদি।

(৪) নূতন দরপত্রদাতার ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত যোগ্যতার শর্তাদি শিথিল করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ উহার একজন সদস্য-কে আহবায়ক করিয়া ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপকের নিম্নে নহেন এইরূপ একজন প্রতিনিধি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন করিয়া প্রতিনিধি রাখিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত কমিটি প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে।

(৭) উক্ত কমিটি উপ-বিধি (৬) এর কার্যক্রম গ্রহণের পর চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বরাবর সুপারিশসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৮) লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরকে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী জামানত হিসেবে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে নির্ধারিত অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে।

৫। **বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লাইসেন্স নবায়ন পদ্ধতি।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন বা এই বিধিমালা জারির পূর্বে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর নবায়ন করিতে হইবে এবং নবায়নের জন্য লাইসেন্সের মেয়াদের সর্বশেষ বৎসরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে পরিচালক (ট্রাফিক), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিদাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(খ) হালনাগাদ আয়কর নিবন্ধন সনদ (টিআইএন) এবং আয়কর পরিশোধের প্রমাণক;

(গ) জামানতের প্রমাণক;

(ঘ) বন্দরের লাইসেন্স নবায়ন ফি পরিশোধের মূল কপি;

(ঙ) হালানাগাদ লেভি পরিশোধের প্রমাণক;

(চ) কর্তৃপক্ষের কোনো পাওনা বকেয়া নাই, কর্তৃপক্ষের কোনো স্থাপনার ক্ষতিসাধন বা দায়িত্ব পালনে দুর্ঘটনাজনিত কোনো কারণে বা অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় আবেদনকারী পূর্বে দায়ী হন নাই মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত ঘোষণাপত্র;

(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দলিল।

(৩) রহিত কোনো আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, নির্দেশনা বা নীতিমালার অধীন ইস্যুকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ স্টিভিডোরিং লাইসেন্সধারী কোনো ব্যক্তি উক্ত লাইসেন্স নবায়ন করিতে চাহিলে, এই বিধিমালার প্রযোজ্য শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর হিসাবে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা জারির পূর্বে অনুরূপ কোনো লাইসেন্স স্টিভিডোরিং লাইসেন্স হিসাবে নবায়ন করা হইয়া থাকিলে তাহা বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লাইসেন্স হিসাবে অভিহিত ও গণ্য হইবে।

৬। লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে ফি।—(১) এই বিধিমালার অধীন শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর বা টার্মিনাল অপারেটর বা বার্থ অপারেটর লাইসেন্স এর জন্য আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স আবেদন ফি বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা (অফেরতযোগ্য) দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন জমাকৃত আবেদন ফি কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) হিসাবে সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদন ফি সরকার, সময় সময়, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাইক্রমে উপযুক্ত ও যোগ্য বিবেচিত বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের এসআরও নং ৩৬৪-আইন/২০২৫ মূলে জারীকৃত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্যারিফ শিডিউল অথবা, সময় সময়, জারীকৃত সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ শিডিউল অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত ফি কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আদায়কৃত ফি এর অর্থ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরগণকে জামানত বাবদ ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা করিতে হইবে যাহা কর্তৃপক্ষের কোনো পাওনা বকেয়া না থাকিলে, লাইসেন্সের মেয়াদান্তে বা লাইসেন্স সমর্পণের পর ফেরতযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সময় সময়, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা জামানতের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৭। **লাইসেন্স আবেদন ফরম, ইত্যাদি।**—(১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স আবেদন ফরম ও নবায়ন ফরম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোডযোগ্য করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, উক্ত ফরম সংশোধন ও হালনাগাদ করিতে পারিবে।

৮। **লাইসেন্স বাতিলকরণ এবং জামানত বাজেয়াপ্তকরণ, ইত্যাদি।**—(১) নিম্নবর্ণিত কারণে কর্তৃপক্ষ এই বিধি অনুযায়ী তদন্তপূর্বক **লাইসেন্সধারীর** লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) লাইসেন্সধারী বা তাহার কোনো কর্মচারী আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(খ) লাইসেন্সধারী শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি, ভাতা ও সুবিধাদি, চাঁদা বা লেভি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে;

(গ) লাইসেন্সধারী বার্থে বা জাহাজে কার্গো বা কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের স্বাভাবিক কার্যহার বা নির্ধারিত হারের মান নিয়মিতভাবে বজায় রাখিতে ব্যর্থ হইলে;

(ঘ) লাইসেন্সধারী কোনো গ্যাংয়ে অনুমোদিত সংখ্যার চাইতে কম ডক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে;

(ঙ) লাইসেন্সধারী বা উহার কোনো কর্মচারী চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তছরূপ, চোরাচালান বা প্রতারণামূলক কার্যক্রম, পণ্য বা কন্টেইনারের ভুল হিসাব বা বিলিংয়ে জড়িত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া গেলে;

(চ) লাইসেন্সধারী কোনো অননুমোদিত শ্রমিক বা কর্মচারী, অথবা যথাযথ পরিচয়পত্রবিহীন কোনো ব্যক্তি, অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে কালোতালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করিলে;

(ছ) লাইসেন্সধারী বা উহার কোনো কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহিত অথবা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহিত ধারাবাহিক অসদাচরণে লিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে;

(জ) লাইসেন্সধারী বা উহার কোনো কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন বা আদেশ অমান্য করিলে;

(ঝ) লাইসেন্সধারী প্রশাসনিক বা পরিচালনগত বিষয়ে সময় সময় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) বা অন্য কোনো নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে;

(ঞ) মিথ্যা বিবৃতি বা জাল দলিল দাখিল করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করা হইলে বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে; এবং

(ট) লাইসেন্সধারী মিথ্যা বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রচারের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করিলে বা বন্দরের স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ বিঘ্নিত করিলে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্স বাতিল করিবার ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারীকে কারণ দর্শানো ও শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সধারী বন্দর বা বাংলাদেশের স্বার্থ পরিপন্থি কোনো কার্য করিলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকিলে কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) এই বিধির অধীন লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মনে করিলে বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৮) এর অধীন জমাকৃত জামানত আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীকে ক্রয় কার্যক্রমে অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

৯। **জামানত বাজেয়াপ্তকরণের পদ্ধতি।**—লাইসেন্সধারী বার্থ, টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের জামানত বাজেয়াপ্তকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত অপারেটরকে কারণ দর্শানোর জন্য অনধিক ১৫ (পনেরো) দিন সময় প্রদান করিতে হইবে এবং শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করিলে, শুনানিতে অনুপস্থিত থাকিলে অথবা প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে, কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অপারেটরের জামানত আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাজেয়াপ্ত করিয়া কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করিতে পারিবে।

১০। **লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল অথবা জামানত বাজেয়াপ্তকরণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনা ও আপিল।**—(১) কোনো বার্থ, টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লাইসেন্সধারী এই বিধিমালার অধীন জামানত বাজেয়াপ্তকরণ অথবা লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি আদেশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বরাবর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য লিখিত আবেদন দাখিল করিতে পরিবেন।

(২) বোর্ড পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) কোনো বার্থ, টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর বোর্ডের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে আপিল করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। **বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিয়োগের পদ্ধতি।**—(১) কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এবং সকল প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের জেটি বা বার্থে কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বার্থ অপারেটর, কর্তৃপক্ষের টার্মিনালে কন্টেইনার বা কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য টার্মিনাল অপারেটর নিয়োগ করিতে পারিবে এবং বন্দরের বহিঃনোঙরে এবং কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন নহে এইরূপ জেটিসমূহে ও মুরিংয়ে কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের জন্য শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর তালিকাভুক্ত বা নিয়োজিত করিতে পারিবে।

(২) বন্দর এলাকায় বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর হিসাবে কার্য সম্পাদনের জন্য কোনো ব্যক্তির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট অপারেটর লাইসেন্স থাকিতে হইবে।

(৩) এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নির্বাচনের পদ্ধতি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বিধি ১৩ ও বিধি ১৪ অনুযায়ী বার্থ ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর এবং টার্মিনাল অপারেটরের যোগ্যতা মূল্যায়ন করিবে।

(৫) সফল দরদাতাগণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য এবং বিধি ১২ অনুযায়ী দরপত্রে উল্লিখিত মেয়াদে নিযুক্ত থাকিবার জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত লিখিত চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কর্তৃপক্ষ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী ই-জিপি এর মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির পূর্বানুমোদনক্রমে অফলাইনে সমগ্র দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৭) এই বিধিমালার অধীন নিযুক্ত না হইলে কোনো ব্যক্তি বন্দরের অভ্যন্তরে বার্থ, টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর হিসাবে কার্য করিতে পারিবে না।

(৮) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১০৪ নং আইন) বা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধি বা নীতিমালার বিধান অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর নিয়োগ করিতে পারিবে।

১২। **বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিয়োগের মেয়াদ।**—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত ও দরপত্র দলিলে উল্লিখিত মতে সফল দরদাতাকে বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর হিসাবে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক সময়ের জন্য শিপ, বার্থ বা টার্মিনাল অপারেটর নিয়োগ করা যাইবে।

১৩। **বার্থ অপারেটর বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীর প্রাক-যোগ্যতা।**—(১) বন্দর এলাকায় বার্থ অপারেটর ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের জন্য আহুত দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো ব্যক্তির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অপারেটর লাইসেন্স থাকিতে হইবে।

(২) আবেদনকারীর বার্থ অপারেটর বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিয়োগের জন্য প্রণীত দরপত্র দলিলের চাহিত শর্ত মোতাবেক যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বার্থ, জেটি, ইয়ার্ড, বহিঃনোঙরে অথবা মুরিং এ জাহাজে পণ্য বোঝাই ও খালাস, ইয়ার্ডে পণ্য সংরক্ষণ, পণ্য ডেলিভারি এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দরপত্র দলিলে উল্লিখিত চাহিদা ও শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ ও নিয়োজিত করিবেন মর্মে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে একটি অঙ্গীকারনামা;

(খ) জাহাজ মালিক, শিপিং কোম্পানি, চার্টারার, সরকারি সংস্থা বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কাস্টমস্ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিপিং এজেন্ট আবেদনকারীর সহিত ব্যবসা পরিচালনার চুক্তি করিতে সম্মত রহিয়াছেন মর্মে প্রমাণক;

(গ) হালনাগাদ আয়কর পরিশোধ সনদ এবং ট্রেড লাইসেন্স এর অনুলিপি;

(ঘ) কোম্পানির ক্ষেত্রে, কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধির অনুলিপি;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অপারেটর লাইসেন্স;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দলিলাদি।

(৪) নূতন দরপত্রদাতার ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত যোগ্যতার শর্তাদি শিথিল করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ হইতে বার্থ অপারেটর বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর হিসাবে পূরাতন বা সদ্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত একাধিক প্রতিষ্ঠান, এই বিধিমালায় নির্ধারিত শর্তাবলি যৌথভাবে পূরণ সাপেক্ষে, বার্থ অপারেটর বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

১৪। **টার্মিনাল অপারেটর নিয়োগের প্রাক-যোগ্যতা।**—(১) কর্তৃপক্ষের টার্মিনালে কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য টার্মিনাল অপারেটর নিয়োগের নিমিত্ত আহুত দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো ব্যক্তির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অপারেটর লাইসেন্স থাকিতে হইবে।

(২) আবেদনকারীর টার্মিনাল অপারেটর নিয়োগের জন্য প্রণীত দরপত্র দলিলের চাহিত শর্ত মোতাবেক যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) সমুদ্রগামী জাহাজে ও জাহাজ হইতে কার্গো, কন্টেইনার বা পণ্যভর্তি কন্টেইনার বোঝাই ও খালাস বা কন্টেইনারজাত কার্গো স্টাফিং বা আন-স্টাফিংয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কার্গো, কন্টেইনার বা কন্টেইইনারজাত কার্গো ডেলিভারি ও গ্রহণের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং কন্টেইনার বা কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জামের পরিচালনার জন্য দরপত্র দলিলে উল্লিখিত চাহিদা ও শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ ও নিয়োজিত করিবেন মর্মে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে একটি অঙ্গীকারনামা;

(খ) জাহাজ মালিক, শিপিং কোম্পানি, চার্টারার, সরকারি সংস্থা বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কাস্টমস্ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিপিং এজেন্ট আবেদনকারীর সহিত ব্যবসা পরিচালনার চুক্তি করিতে সম্মত রহিয়াছেন মর্মে প্রমাণক;

(গ) হালনাগাদ আয়কর সনদ এবং ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি;

(ঘ) কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধির অনুলিপি;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অপারেটর লাইসেন্স;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দলিলাদি।

(৪) নূতন দরপত্রদাতার ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত যোগ্যতার শর্তাদি শিথিল করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ হইতে টার্মিনাল অপারেটর হিসাবে পূরাতন বা সদ্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত একাধিক প্রতিষ্ঠান, এই বিধিমালায় নির্ধারিত শর্তাবলি যৌথভাবে পূরণ সাপেক্ষে, টার্মিনাল অপারেটর হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

১৫। **বার্থ অপারেটরের কার্যাবলি ও দায়িত্ব।**—(১) বার্থ অপারেটর তাহার নির্ধারিত বার্থে পণ্য উঠানো ও নামানোর কাজে নিয়োজিত জাহাজ, জেটি ও ইয়ার্ডে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষের সকল বিধি, পদ্ধতি ও অপারেটিং সিস্টেম অনুসরণক্রমে হুক পয়েন্টে পরিবহনে বা পরিবহন হইতে জাহাজে ও জাহাজ হইতে কার্গো বা কন্টেইনার বোঝাই বা খালাসকরণ;

(খ) আমদানি কার্গো বা কন্টেইনার নির্ধারিত সংরক্ষণ এলাকা, শেড বা গুদামে স্থানান্তর এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা, অপারেটিং সিস্টেম ও নির্দেশনা অনুযায়ী উহা সংরক্ষণ;

(গ) সংরক্ষণস্থল হইতে আমদানিকারকের পরিবহনে কার্গো ও কন্টেইনার বা কন্টেইনারজাত কার্গোর ডেলিভারি প্রদান এবং প্রয়োজন ও কার্গোর প্রকৃতি অনুযায়ী আমদানিকারকের পরিবহন সাপেক্ষে জাহাজ হইতে কার্গোর সরাসরি ডেলিভারি সম্পাদন;

(ঘ) অপরিহার্য বিবেচিত অন্য যেকোনো কার্যক্রম।

(২) কোনো নির্দিষ্ট বার্থের জন্য নিযুক্ত বার্থ অপারেটর নিম্নরূপে দায়ী থাকিবেন, যথা:—

(ক) জাহাজে সম্পাদিত কার্যক্রমের জন্য জাহাজ মালিক, এজেন্ট বা প্রাপকের নিকট;

(খ) জেটি ও ইয়ার্ড এলাকার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট; এবং

(গ) কন্টেইনার স্টাফিং ও আন-স্টাফিংয়ের জন্য মেইন লাইন অপারেটর ও কর্তৃপক্ষ উভয়ের নিকট।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত দায়-দায়িত্ব ছাড়াও, বার্থ অপারেটর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দায়-দায়িত্ব বহন করিবে, যথা: —

(ক) জাহাজ বোঝাই ও খালাস কার্যক্রম বা তৎসংশ্লিষ্ট কার্যকালে তাহার নিয়োজিত কর্মচারী ও শ্রমিক কর্তৃক বন্দরে ও উক্ত কার্যক্রমে প্রযোজ্য সকল বিধি ও পদ্ধতি এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন ও সম্পাদনের জন্য;

(খ) কার্গো বা কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমকালে কার্গোর যেকোনো ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতি, অবনতি বা বিনাশের জন্য;

(গ) কার্গো বা কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমকালে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যেকোনো পণ্য, সম্পত্তি, স্থাপনা, ভবন ও সরঞ্জামের যেকোনো ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতি, অবনতি বা বিনাশের জন্য;

(ঘ) কার্গো ও কন্টেইনার বোঝাই ও খালাসের পরিকল্পনা, তদারকি ও তত্ত্বাবধানের জন্য নির্ধারিত শর্তানুযায়ী জনবল নিয়োগ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অপারেটিং সিস্টেম অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জাহাজের প্রতিনিধির সহিত পরামর্শক্রমে শিপ প্ল্যান, ইয়ার্ড প্ল্যান ও ক্রেন সিকোয়েন্স প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সামগ্রিক কার্গো বা কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(চ) নিজ নিজ পরিচালনার অধীন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল শ্রমিককে বিদ্যমান আইন, বিধি, প্রবিধান ও প্রযোজ্য শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং মজুরি ও পারিশ্রমিক, মজুরি বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, উপযুক্ত সুরক্ষামূলক পোশাক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসহ আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধা ও সুযোগসহ অনুরূপ শ্রমিকদের সকল আইনানুগ প্রাপ্যতা ও সুবিধা নিশ্চিতকরণ; এবং

(ছ) কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ বা আইনানুগ কার্যক্রমের পরিপন্থি কোনো কার্যক্রম পরিহার, তাহা গ্রহণ না করা, সমর্থন না করা বা তাহাতে সহায়তা না করা।

(৪) প্রত্যেক বার্থ অপারেটর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত সকল আদেশ, নির্দেশ ও নির্দেশনা পরিপালন করিবেন।

(৫) এই বিধিতে বর্ণিত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অপারেটরের তালিকাভুক্তি ও লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলযোগ্য হইবে এবং প্রযোজ্য আইন, বিধি ও চুক্তি অনুযায়ী বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য ব্যবস্থা বা দন্ড প্রদান করা যাইবে।

১৬। **শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের কার্যাবলি ও দায়িত্ব।**—(১) এই বিধিমালার অধীন নিযুক্ত বা তালিকাভুক্ত শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর যথানিয়মে কর্তৃপক্ষের সহিত নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনা বা কার্যতালিকার জন্য চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র দলিলে উল্লিখিত শর্তাবলি ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উপ-বিধি (১) এর অধীন চুক্তি সম্পাদনকারী শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জামানত হিসাবে বজায় রাখিবেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক রয়্যালটি পরিশোধ করিবেন।

(৩) শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর উপ-বিধি (১) এর অধীন সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে, বিরত থাকিলে, অবহেলা করিলে বা অস্বীকার করিলে অথবা অনিচ্ছুক হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের কার্যক্রম ও দায়-দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বন্দরের বহিঃনোঙর, বন্দর কর্তৃপক্ষের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জেটিসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল মুরিং ও বিশেষায়িত জেটিতে জাহাজ হইতে কার্গো বোঝাই ও খালাসকালে প্রয়োজনীয় সকল শ্রমিক, কর্মচারী, গিয়ার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম জাহাজের মাস্টার বা মালিকের পক্ষে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(খ) কোনো জাহাজ বা লাইটারে বা উহা হইতে কার্গো বোঝাই বা খালাসের পূর্বে বিদেশগামী ও উপকূলীয় উভয় প্রকার জাহাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট বা প্রাপকের নিকট হইতে জাহাজের কার্গো সারসংক্ষেপ, ম্যানিফেস্ট ও স্টোয়েজ প্ল্যান সংগ্রহ;

(গ) বিদেশগামী জাহাজে কার্গো বোঝাইকালে সংশ্লিষ্ট বিদেশগামী জাহাজের চিফ অফিসারের সহিত পরামর্শক্রমে স্টোয়েজ প্ল্যান প্রণয়ন;

(ঘ) জাহাজ হইতে লাইটারে কার্গো বোঝাইয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, প্রাপক ও লাইটার সরবরাহকারীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্গো প্ল্যান প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী বোঝাই বা খালাস কার্যক্রম সম্পাদন;

(ঙ) জাহাজে বা জাহাজ হইতে কার্গোর সরাসরি বোঝাই বা খালাস শুরু করিবার পূর্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমদানিকারকের প্রতিনিধি, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিল অব এন্ট্রি বা শিপিং বিল, কাস্টমস ও বন্দর রিলিজ অর্ডার এবং ডেলিভারি অর্ডার সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) জাহাজ হইতে লাইটারে কার্গো খালাসকালে সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট বা প্রাপকের নিকট হইতে পরিবহন দলিলাদি সংগ্রহ এবং কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী গ্রিন বোট নোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে বন্দর হইতে লাইটারে বোঝাইয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের উপ-পরিবহন ব্যবস্থাপক (অপারেশন) এর অনুমতি গ্রহণের পর কার্গো খালাসের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) বহিঃনোঙরে বা বিশেষায়িত জেটির স্থলে জাহাজ হইতে লাইটারে ও লাইটার হইতে জাহাজে কার্গো বোঝাই ও খালাস সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বিস্তারিত পূর্ববর্তী দিবসের কার্যসম্পাদন বিবরণী অনুযায়ী দৈনিক ভিত্তিতে সম্পাদন:

তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজ হইতে কার্গোর সম্পূর্ণ বোঝাই বা খালাসসহ নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হইবার পর সংশ্লিষ্ট জাহাজের মাস্টার তাহা প্রত্যয়ন করিবেন এবং শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর তাহা পরিচালক (ট্রাফিক), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিবেন;

(জ) সংশ্লিষ্ট জাহাজের মাস্টার এবং গ্রিন বোট নোটের বিপরীতে জাহাজে কর্মরত কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত সমুদয় খালাস ও শিপমেন্ট সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিল এবং প্রতিবেদনের সহিত অনুমোদিত পরিমাণের অতিরিক্ত বোঝাইকৃত বা খালাসকৃত যে কোনো কার্গো সংক্রান্ত ডেলিভারি দলিলাদি সংযুক্তকরণ;

(ঝ) লোডিং বন্দর হইতে লোডিং সনদ এবং সংশ্লিষ্ট জাহাজের মাস্টার কর্তৃক প্রত্যয়িত ড্রাফট সার্ভে রিপোর্ট ও চূড়ান্ত খালাস প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং চূড়ান্ত খালাস প্রতিবেদনসহ তাহা উপ-পরিবহন ব্যবস্থাপক (অপারেশন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল;

(ঞ) জাহাজ হইতে বা জাহাজে কার্গো খালাস বা বোঝাইকালে কর্তৃপক্ষের পরিবহন বিভাগ, সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট ও অন্যান্য অংশীজনের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা;

(ট) জাহাজ হইতে কার্গো বোঝাই ও খালাসে ব্যবহৃত সকল সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির গিয়ার-টেস্টিং সনদ (চালু সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত তারিখে এবং ভারী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর এবং হালকা যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কর্তৃপক্ষের নিকট সনদ দাখিল;

(ঠ) জাহাজ হইতে কার্গো বোঝাই ও খালাস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল পূর্ববর্তী কার্যক্রম সন্তোষজনক ও যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়াছে মর্মে নিশ্চিতকরণ প্রতিবেদন ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট ও বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল;

(ড) সমগ্র কার্যক্রমকালে পরিচালন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

(ঢ) কর্তৃপক্ষের জেটি ব্যতীত অন্য যেকোনো স্থানে বোঝাই বা খালাস সংক্রান্ত অন্য যেকোনো কার্যক্রম বন্দর কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী সম্পাদন;

(ণ) বন্দর সীমার মধ্যে মুরিং ও বহিঃনোঙরে জাহাজ হইতে লাইটার, কোস্টার বা বার্জে অথবা লাইটার, কোস্টার বা বার্জ হইতে জাহাজে কার্গো খালাস, বোঝাই ও কার্য সম্পাদন অথবা অপরিহার্য বিবেচিত অনুরুপ অন্য যেকোনো কার্য সম্পাদন;

(ত) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্তির ক্ষেত্রে জাহাজে সম্পাদিত কার্যক্রমের জন্য জাহাজ মালিক বা এজেন্ট বা প্রাপকের নিকট এবং লাইটার, কোস্টার বা বার্জ প্রভৃতি আমদানিকারকের পরিবহনের নিকট জবাবদিহি করা।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন দায়িত্ব ব্যতীত শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে দায়-দায়িত্ব বহন করিবে, যথা:—

(ক) জাহাজ বোঝাই ও খালাস কার্যক্রম বা তৎসংশ্লিষ্ট কার্যকালে তাহার নিয়োজিত কর্মচারী ও শ্রমিক কর্তৃক কর্তৃপক্ষের সকল বিধি, বিধিমালা ও পদ্ধতি এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন ও সম্পাদন;

(খ) জাহাজ মালিক, এজেন্ট, প্রাপক বা শিপারের নিকট কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রমকালে কার্গোর যেকোনো ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতি, অবনতি বা বিনাশ; এবং

(গ) কর্তৃপক্ষের নিকট কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রমকালে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যেকোনো পণ্য, সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামের যেকোনো ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতি, অবনতি বা বিনাশ।

(৬) শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর কার্গো বোঝাই ও খালাসের পরিকল্পনা, তদারকি ও তত্ত্বাবধানের জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ করিবেন।

(৭) শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরগণের মধ্যে কার্য বণ্টন নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষ শিপিং এজেন্টগণের একজন প্রতিনিধিসহ ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি জাহাজ বরাদ্দ কমিটি গঠন করিবে; কর্তৃপক্ষের উপ-পরিবহন ব্যবস্থাপক (অপারেশন) পদাধিকারবলে উক্ত কমিটির আহবায়ক হইবেন; উহাতে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি, শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ১ (এক) জন প্রতিনিধি এবং শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরগণের মধ্য হইতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন; প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর উক্ত কমিটি পুনর্গঠিত হইবে, তবে কমিটির আহ্বায়ক অপরিবর্তিত থাকিবে; শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরগণের মধ্যে জাহাজ বণ্টন বা বরাদ্দ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কমিটি সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে সভা করিবে;

(খ) বিভিন্ন প্রকার কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হার প্রযোজ্য, সেহেতু কার্য বরাদ্দকালে সকল শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর কর্তৃক নিযুক্ত বা তালিকাভুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীগণের মজুরি বিবেচনায় লইয়া এবং সেই বিষয়ে সমতা বজায় রাখিয়া শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরগণের মধ্যে কার্গোভিত্তিক কার্য বণ্টন করিতে হইবে;

(গ) বন্দরে নিয়োজিত শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরগণ তাহাদের নিজ নিজ পরিচালনার অধীন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল শ্রমিককে বিদ্যমান আইন, বিধি, প্রবিধান ও প্রযোজ্য শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং মজুরি ও পারিশ্রমিক, মজুরি বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, উপযুক্ত সুরক্ষামূলক পোশাক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসহ আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধা ও সুযোগসহ অনুরূপ শ্রমিকদের সকল আইনানুগ প্রাপ্যতা ও সুবিধা নিশ্চিত করিবেন; এবং

(ঘ) কোনো তালিকাভুক্ত শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের স্বার্থ, নিরাপত্তা বা আইনানুগ কার্যক্রমের পরিপন্থি কোনো কার্যক্রমে জড়িত হইবেন না, তাহা সমর্থন করিবেন না বা তাহাতে সহায়তা করিবেন না।

(৮) প্রত্যেক তালিকাভুক্ত শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত সকল আদেশ, নির্দেশ ও নির্দেশনা পরিপালন করিবেন।

(৯) এই বিধিতে বর্ণিত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অপারেটরের তালিকাভুক্তি স্থগিত বা বাতিলযোগ্য হইবে এবং প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য ব্যবস্থা বা দন্ড প্রদান করা যাইবে।

১৭। **টার্মিনাল অপারেটরের কার্যাবলি ও দায়িত্ব।**—(১) এই বিধিমালার অধীন নিযুক্ত টার্মিনাল অপারেটর কর্তৃপক্ষের সহিত নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনা বা কার্যতালিকার জন্য চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন চুক্তি দরপত্র দলিলে উল্লিখিত মেয়াদের জন্য সম্পাদন করিতে হইবে এবং টার্মিনাল অপারেটর চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পারফরম্যান্স গ্যারান্টি হিসাবে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জামানত হিসাবে বজায় রাখিবেন।

(৩) টার্মিনাল অপারেটর উপ-বিধি (১) এর অধীন সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে, বিরত থাকিলে, অবহেলা করিলে বা অস্বীকার করিলে অথবা অনিচ্ছুক হইলে, কর্তৃপক্ষ চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) টার্মিনাল অপারেটর কর্তৃপক্ষের টার্মিনালে বার্থকৃত জাহাজে ও জাহাজ হইতে কন্টেইনার বোঝাই ও খালাসের কার্য সম্পাদন করিবেন, এবং টার্মিনাল অপারেটরকে হুক পয়েন্ট হইতে নির্ধারিত ইয়ার্ডে এবং ইয়ার্ড হইতে হুক পয়েন্টে আমদানি ও রপ্তানি কন্টেইনার পরিবহন করিতে হইবে এবং প্রযোজ্য অপারেটিং সিস্টেমের অধীন অপরিহার্য বিবেচিত ব্যাক-আপ কার্যক্রমসহ অন্য যেকোনো কার্যক্রমও সম্পাদন করিতে হইবে।

(৫) কোনো নির্দিষ্ট টার্মিনালের জন্য নিযুক্ত টার্মিনাল অপারেটর নিম্নরূপে দায়ী থাকিবেন, যথা:—

(ক) জাহাজে সম্পাদিত কার্যক্রমের জন্য জাহাজ মালিক ও এজেন্টের নিকট;

(খ) জেটি, টার্মিনাল ও ব্যাক-আপ এলাকার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট; এবং

(গ) কন্টেইনার স্টাফিং ও আন-স্টাফিংয়ের জন্য মেইন লাইন অপারেটর ও কর্তৃপক্ষ উভয়ের নিকট।

(৬) টার্মিনাল অপারেটরগণ জাহাজ বোঝাই ও খালাস কার্যক্রম বা তৎসংশ্লিষ্ট কার্যকালে তাহার নিয়োজিত কর্মচারী ও শ্রমিক কর্তৃক বন্দরে প্রযোজ্য সকল বিধি, বিধিমালা, পদ্ধতি, অপারেটিং সিস্টেম এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত যেকোনো নির্দেশনা, ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন ও সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৭) টার্মিনাল অপারেটর কার্গো বা কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমকালে কার্গোর যেকোনো ক্ষতি বা ক্ষয়ক্ষতির জন্য জাহাজ মালিক, এজেন্ট, প্রাপক বা শিপারের নিকট; এবং কার্গো বা কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমকালে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যেকোনো পণ্য, সম্পত্তি, স্থাপনা, ভবন ও সরঞ্জামের যেকোনো ক্ষতি বা ক্ষয়ক্ষতির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৮) টার্মিনাল অপারেটর কার্গো ও কন্টেইনার বোঝাই ও খালাসের পরিকল্পনা, তদারকি ও তত্ত্বাবধানের জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ করিবেন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও বাংলাদেশের প্রযোজ্য আইন সাপেক্ষে এই উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৯) টার্মিনাল অপারেটর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত ও দরপত্র দলিলে উল্লিখিত মতে অপারেটরসহ সকল প্রকার কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিবেন।

(১০) বন্দরে নিয়োজিত টার্মিনাল অপারেটরগণ তাহাদের নিজ নিজ পরিচালনার অধীন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল শ্রমিককে বিদ্যমান আইন, বিধি, প্রবিধান ও প্রযোজ্য শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং মজুরি ও পারিশ্রমিক, মজুরি বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, উপযুক্ত সুরক্ষামূলক পোশাক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসহ আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধা ও সুযোগসহ অনুরূপ শ্রমিকদের সকল আইনানুগ প্রাপ্যতা ও সুবিধা নিশ্চিত করিবেন।

(১১) কোনো নিযুক্ত টার্মিনাল অপারেটর কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের স্বার্থ, নিরাপত্তা বা আইনানুগ কার্যক্রমের পরিপন্থি কোনো কার্যক্রমে জড়িত হইবেন না, তাহা গ্রহণ করিবেন না, সমর্থন করিবেন না বা তাহাতে সহায়তা করিবেন না।

(১২) প্রত্যেক নিযুক্ত টার্মিনাল অপারেটর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত সকল আদেশ, নির্দেশ ও নির্দেশনা পরিপালন করিবেন।

(১৩) এই বিধিতে বর্ণিত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অপারেটরের তালিকাভুক্তি ও লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলযোগ্য হইবে এবং প্রযোজ্য আইন, বিধি ও চুক্তি অনুযায়ী বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য ব্যবস্থা বা দণ্ড প্রদান করা যাইবে।

১৮। **সম্পদের ক্ষতিপূরণ আদায়।**—(১) কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কোনো সম্পত্তি বা কোনো কর্মের ক্ষতি হইলে, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আরোপিত কোনো ক্ষতিপূরণ অনাদায়ি থাকিলে কর্তৃপক্ষ উহার জিম্মায় (custody) থাকা অভিযুক্ত ব্যক্তির পণ্য বা অন্য কোনো সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করিয়া অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধির অধীন আদায়কৃত অর্থ অপর্যাপ্ত হইলে আইনের ধারা ২৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে অবশিষ্ট পাওনা আদায় করিতে পারিবে ।

১৯। **বন্দর ব্যবস্থাপনার অটোমেশন।**—কর্তৃপক্ষ জাহাজ, কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং, টার্মিনাল ও বার্থ পরিচালনা, ডকুমেন্টেশন, বিলিং, ইত্যাদি সকল কার্যক্রমের জন্য অনলাইন ভিত্তিক অটোমেশন পদ্ধতি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উন্নয়ন করিবে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়া এবং বিষয়াদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রণীত প্রবিধানমালা (Regulations), নীতিমালা, নির্দেশিকা, বোর্ড রেজুলেশন, অফিস আদেশ, কর্তৃপক্ষের জারীকৃত সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), ইত্যাদি এই বিধিমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

২০। **নির্দেশিকা, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর, ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদনক্রমে বন্দরে জাহাজ, কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহারকারী, প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক এবং শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, সময় সময়, অফিস আদেশ ও নির্দেশিকা জারি করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ বন্দর এলাকা, বন্দর সেবা, লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান, বন্দর ব্যবস্থাপনা, জাহাজ ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক ব্যবস্থাপনার জন্য সময় সময় স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **হেফাজত।**—(১) এই বিধিমালা জারি হইবার পর, এই বিধিমালায় বর্ণিত হয় নাই এইরূপ বিষয়-সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, প্রবিধানমালা (Regulations), নীতিমালা, বোর্ড রেজুলেশন, অফিস আদেশ, নির্দেশিকা ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)-এর সংশ্লিষ্ট বিধান এই বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে।

(২) এই বিধিমালা জারির পূর্বে এই বিধিমালায় বর্ণিত কোনো বিষয়ে বিধিমালা, প্রবিধানমালা (Regulations), নীতিমালা, বোর্ড রেজুলেশন, অফিস আদেশ, নির্দেশিকা, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP), বোর্ড রেজুলেশন, ইত্যাদির অধীন গৃহীত কোনো কার্য বা সূচিত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন গৃহীত, সূচিত বা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ কোনো কার্যধারা চলমান থাকিলে তাহা এই বিধিমালার অধীন বর্ণিত বিধানের আলোকে চলমান রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে তাহা এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত হইবে।

(৩) এই বিধিমালায় বর্ণিত বিধানের সহিত সম্পর্কিত নির্ধারিত ফরম, ছক, ফি-তালিকা, নির্দেশনা, তফসিল, ইত্যাদি এই বিধিমালার অধীন নূতনভাবে জারি বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্বের জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নীতিমালা বা নির্দেশিকা, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) বা কোনো প্রবিধানমালার অধীন জারীকৃত নির্ধারিত ফরম, ছক, ফি-তালিকা, নির্দেশনা, তফসিল, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ প্রযোজ্য হইবে।

২২। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালার বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আতাউর রহমান খান, এনডিসি
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd